ইসলামে বন্ধুত্ব ও শত্রুতা

আরিফুল ইসলাম

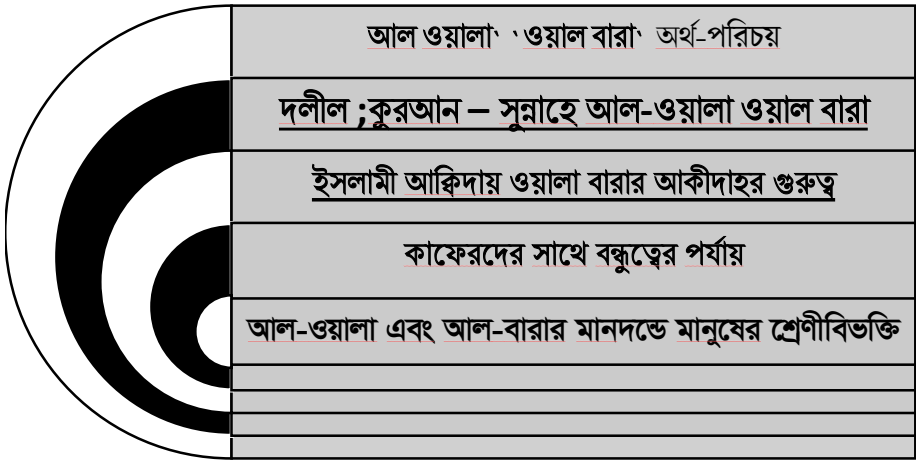

২৬-০২-২০২০

ইসলামিক অনলাইন মাদরাসা

الولاءُ والبراءُ

`আল ওয়ালা` `ওয়াল বারা`

আল ওয়ালা

শাব্দিক অর্থ-

النصرة، والمحبة، والمتابعة، والموافقة

قال ابن فارس: "الواو واللام والياء: أصل صحيح يدل على قرب... من ذلك الولي (مقاييس اللغة ৪২-১৪১/৬)

মহাব্বত করা ও সাহায্য করা। নিকটাত্মীয় থাকা।

পারিভাষিক অর্থ- আল্লাহ তায়ালা, রাসূল, ইসলাম ও মুসলিমীনদেরকে মহাব্বত করা এবং আল্লাহ, রাসূল, ইসলাম ও মুসলমানদেরকে সাহায্য করে।

ওয়াল বারা

التباعد من الشيء ومُزايَلَتُه،.قال ابن فارس

শাব্দিকঃ- **শত্রুতা ও ঘৃণার সাথে দূরে সরে যাওয়া ও সম্পর্ক ছিন্ন করা।**

পারিভাষিক অর্থ- আল্লাহ ছাড়া যে সমস্ত ত্বাগুতদেরকে ইবাদাত করা হয় তাদেকে ঘৃণা করা (বাস্তবিক ও মানসিক, যেমন চিন্তা ও চাহিদা)। কুফুরের (সমস্ত ধর্মের) সাথে চরম বিদ্বেষ পোষন করা এবং তাদের অনুসারী কাফেরদের সাথেও। এবং এই সবগুলোর সাথে শত্রুতা করা।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়া রাহি. বলেন-

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الولاية: ضد العداوة، وأصل الولاية: المحبة والقرب، وأصل العداوة: البغض والبعد.

তথা আল-ওয়ালা এর অর্থ প্রেম এবং ঘনিষ্ঠতা, এবং শত্রুতার উৎস: বিদ্বেষ এবং দূরত্ব (আল ফুরকান ৫৩)

Introduction: ইসলামী আক্বীদার অন্যতম ভিত্তি হল, দ্বীনের উপর বিশ্বাসী সব ঈমানদার মুমিনের সাথে বন্ধুত্ব রাখা। আর যারা এ দ্বীন-ইসলামকে বিশ্বাস করে না, আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনে না এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান আনে না, সে সব মুশরিক ও কাফেরদের সাথে দুশমনি রাখা এবং তাদের ঘৃণার চোখে দেখা। একজন ঈমানদারের উপর ওয়াজিব হল, আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মহব্বতের সাথে সাথে আল্লাহর বন্ধুদের মহব্বত করা ও তার শত্রুদের সাথে দুশমনি করা। আল্লাহর বন্ধুদের সাথে বন্ধুত্ব থাকা এবং আল্লাহর দুশমনদের সাথে শত্রুতা থাকা একজন মুমিনের ঈমানের পরিচয় এবং এটি ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ রোকন। যার মধ্যে এ গুণ থাকবে না সে সত্যিকার ঈমানদার হতে পারে না। ঈমানদার হতে হলে অবশ্যই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বন্ধুত্ব এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য শত্রুতা তার মধ্যে থাকতে হবে, অন্যথায় ঈমানদার হওয়া যাবে না। আর এটি ঈমানের একটি অন্যতম

অংশ এবং ঈমানের সাথে আঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যাদের মধ্যে ঈমানের এ মান-দণ্ড থাকবে না, তাদের ঈমান থাকবে না। সুতরাং মনে রাখতে হবে, যারা তাওহীদে বিশ্বাসী-মুখলিস ঈমানদার তাদের মহব্বত করা এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা হল ঈমানের বহি:প্রকাশ। আর যারা মুশরিক- গাইরুল্লাহর ইবাদত করে- তাদের অপছন্দ ও ঘৃণা করা ঈমানদার হওয়ার প্রমাণ স্বরূপ

<u>দলীল ;কুরআন – সুন্নাহে আল-ওয়ালা ওয়াল বারা</u>

- ❑ **বন্ধুত্ব ও শত্রুতার মাপকাঠি হচ্ছে ইসলাম অন্য কিছু নয়।** এবং একজন মুসলিমের সাথে বন্ধুত্ব রাখতে হবে সে যেখানেই থাকুক না কেন। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ-

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ তাঁর রসূল এবং মুমিনবৃন্দ-যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং বিনম্র। (মায়েদা৫৫)

- ❑ **কাফেরের সাথে শত্রুতা রাখতে হবে যেখানেই থাকুক না কেন**-আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য ঈবরাহীমের জীবনী অনুসরনের আদেশ দিয়ে বলেন-

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (4) رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

তোমাদের জন্যে ইব্রাহীম ও তাঁর সঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ ***তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার এবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি না। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে।*** কিন্তু ইব্রাহীমের উক্তি তাঁর পিতার উদ্দেশে এই আদর্শের ব্যতিক্রম। তিনি বলেছিলেনঃ আমি অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করব। তোমার উপকারের জন্যে আল্লাহর কাছে আমার আর কিছু করার নেই। হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা তোমারই উপর ভরসা করেছি, তোমারই দিকে মুখ করেছি এবং তোমারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন। (সূরা মুমতাহিনা ৪)

- ❑ <u>আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের সাথে সম্পর্ক রাখতে মানা করেছেন (বারা) যদিও তারা মা-বাবা হয় না কেন-</u>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ آبَاءكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاء إَنِ اسْتَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ

اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় পিতা ও ভাইদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, ***যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে ভালবাসো আর তোমাদের যারা তাদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা সীমালংঘনকারী।*** বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ কর-আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর রাহে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না। (তাওবা-২৪)

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।(মুজাদালাহ-২২)

ইসলামী আক্বিদায় ওয়ালা বারার আকীদাহর গুরুত্ব

- **ইহা কালিমায়ে শাহাদাতের একটি অংশ। তা হচ্ছে- (لا إله) অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতিত অন্য যাদেরকেই ইবাদাত করা হয় তা থেকে বা'রা বা শত্রুতা।**
- **ইহা ঈমানের একটি শর্ত।** যেমনটা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

ترى كثيرًا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرًا منهم فاسقون.

আপনি তাদের অনেককে দেখবেন, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করে। তারা নিজেদের জন্য যা পাঠিয়েছে তা অবশ্যই মন্দ। তা এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তারা চিরকাল আযাবে থাকবে। যদি তারা আল্লাহর প্রতি ও রসূলের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত, তবে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই দুরাচার। মায়েদাহ-৮০-৮১

- **এই আকীদাটি হচ্ছে ঈমানের সবচেয়ে শক্তিশালী বন্ধন। নবী সা. বলেন-**

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله

ঈমানের সবচেয়ে দৃঢ় বন্ধন হচ্ছে আল্লাহর জন্য ভালবাসা ও আল্লাহর জন্য ঘৃণা করা। (মুসনাদে আহমাদ ৪/২৮৬)

❑ **ঈমান ও ইয়াক্বীনের স্বাদ আস্বাদনের মাধ্যম।** হাদীসে এসেছে-

لما جاء عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (ثلاث من وجدهن وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار) متفق عليه

তিনটি জিনিস যে পাবে সে ঈমানের স্বাদ পেয়ে যাবেঃ **আল্লাহ ও রাসূল তার কাছে সব কিছু থেকে প্রিয় হওয়া, একমাত্র আল্লাহর জন্য অন্যকে মহাব্বত করা, আল্লাহ তাকে কুফুর থেকে রক্ষা করার পর সেদিকে ফিরে যেতে তেমন অপছন্দ করা যেমনটা জাহান্নামে নিক্ষেপিত হওয়াকে করে থাকে।** (বুখারী-মুসলিম)

কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বের পর্যায়

কাফিরদের সাথে মুআলাত বা বন্ধুত্বের বিভিন্ন দিক কাফিরদের সাথে বন্ধুত্বের বিভিন্ন শাখা এবং রূপ রয়েছে। আল্লামা আব্দুল লতিফ বিন আব্দুর রহমান বিন হাসান এই প্রসঙ্গে বলেন, মুআলাত বা বন্ধুত্ব নামক কাজটি বিভিন্ন মানের হতে পারে।

(এক) বন্ধুত্বটি সমপূর্ণভাবে ইসলাম থেকে বাহির এবং স্বধর্মত্যাগকে অপরিহার্য করে দেয়।

(দুই) বন্ধুত্বটি মানের দিক দিয়ে প্রথমটির চেয়ে নিম্নে, যা দ্বারা হারাম কাজ এবং কবিরা গোনাহে জড়িয়ে পড়ে। আল দুরারস সুন্নিয়্যাহ:৭/১৫৯

কাফিরদের সাথে যে সব সম্পর্ক স্বধর্ম থেকে বাহির হওয়াকে অপরিহার্য করে দেয়

- ❑ মুশরিকদের সমর্থন করা এবং মুসলমানদের বিপক্ষে তাদের সহায়তা করা। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন অর্থ: তাদের সাথে যে বন্ধুত্ব করবে সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত হবে। (সূরা মায়েদা: ৫১)
- ❑ কাফেরদের কাফের না বলা। তাদের কুফুরীর ব্যাপারে নিরব থাকা। অথবা সন্দিহান হওয়া। এবং তাদের মতামতকে সবল করা আশ-শিফা:২/১০৭১
- ❑ কুফুরী করার কারণে কাফেরদেরকে মুহাব্বত করা। (আল ওয়ালাা ওয়াল আদাউ ফিল ইসলাম: ২৩১)
- ❑ মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের বিজয় কামনা করা। (আল ওয়ালাা ওয়াল আদাউ ফিল ইসলাম-৬৮)

আল-ওয়ালা এবং আল-বারার মানদন্ডে মানুষের শ্রেণীবিভক্তি

ওয়ালা এবং বারার মানদন্ডে মানুষ তিন প্রকার

(এক) প্রকৃত ঈমানদার এবং সুযোগ্য ব্যক্তিবর্গ। আমাদের অবশ্যই কর্তব্য হচ্ছে তাদেরকে মুহাব্বত করা। তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা।

(দুই) কাফির এবং মুনাফেক। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে তাদেরকে অপছন্দ করা। তাদের থেকে নিরাপদ থাকা।

(তিন) দোষ-ত্রুটি মিশ্রিত। যাদের জীবনে ভালো এবং মন্দ উভয়টা বিরাজ করছে। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে তাদের ঈমান তাক্বওয়া ও পরহেজগারী অনুপাতে তাদের মুহাব্বত করা। আবার গুনাহে পাপাচারে জড়িত হবার কারণে সে অনুপাতে তাদের অপছন্দ করা এবং বিরোধিতা করা।